প্রথম আলো
www.prothom-alo.com

সুস্থতা নিয়ে রাখঢাকে গুঞ্জন : পৃষ্ঠা-১১

হেলিকপ্টার বিধ্বস্ত হয়ে ৩১ মার্কিন সেনা নিহত : পৃষ্ঠা-১০
বিশ্ব অর্থনীতি আবার টালমাটাল : পৃষ্ঠা-১৫

আজ ৩২ পৃষ্ঠা
ঢাকায় থাকি, স্টেডিয়াম, আইন অধিকার ও বিজ্ঞান প্রজন্মসহ

ঢাকা, ৭ আগস্ট ২০১১, ২৩ শ্রাবণ ১৪১৮, ৬ রমজান ১৪৩২ রোববার

বিজ্ঞানী সুলতানা নুরুন নাহারের হাতে সনদ তুলে দেওয়া হচ্ছে

রাধাগোবিন্দ স্মারক বক্তৃতা

পরমাণুর জগতে জ্যোতির্বিজ্ঞানীকে স্মরণ

গত ২৮ জুলাই বাংলাদেশ বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণ সমিতির আয়োজনে জামিল সারোয়ার ট্রাস্ট মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল দ্বিতীয় রাধাগোবিন্দচন্দ্র স্মারক বক্তৃতা। উপমহাদেশের প্রথম পর্যবেক্ষণ জ্যোতির্বিজ্ঞানী রাধা গোবিন্দ চন্দ্রকে স্মরণ করে এই বক্তৃতার আয়োজন করা হয়। এবারের বক্তৃতার বিষয়বস্তু ছিল 'উষ্ণতম ও শীতলতম পরমাণুর জ্যোতির্বিজ্ঞান'। ইউনিভার্সিটি অব ওহিওর জ্যোতির্বিজ্ঞান অনুষদের শিক্ষক এবং নাসার বিজ্ঞানী সুলতানা নুরুন নাহার এই বক্তৃতা দেন। বিজ্ঞানী তাঁর বক্তব্যে ছোট পরমাণুর বর্ণালি থেকে শুরু করে প্ল্যানেটরি নেব্যুলা বা গডস আই—সবই নিয়ে আনেন। কেন সূর্যের কোর থেকে আলো নির্গত হয়ে তা সূর্যের পৃষ্ঠে পৌঁছাতে মিলিয়ন মিলিয়ন বছর সময় নেয়, এরও সুন্দর ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। মহাবিশ্বের উষ্ণতম ও শীতলতম বস্তুর বৈশিষ্ট্যাবলি যথাযথভাবে বোঝা গেলে, বিজ্ঞানীরা এই মহাবিশ্বের চূড়ান্ত পরিণতি সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারবেন বলে তিনি জানান। আরও শোনান মহাবিশ্বের অজানা আর রহস্যময় সব উপাখ্যান।

বক্তৃতা শেষে তিনি উপস্থিত শ্রোতাদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন। দেশের বাইরে জ্যোতির্বিজ্ঞান নিয়ে পড়তে চাইলে কীভাবে নিজেকে তৈরি করতে হবে, তার ওপরও তিনি আলোকপাত করেন।

অনুষ্ঠান শেষে এই বিজ্ঞানীর হাতে সনদ ও ফুল তুলে দেন বুয়েটের তড়িৎকৌশল বিভাগে সহকারী অধ্যাপক ফারসীম মান্নান মোহাম্মদী। অনুষ্ঠানের সহযোগিতায় ছিলেন বাংলাদেশ অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক এফ আর সরকার। সুলতানা নুরুন নাহার বাংলাদেশ অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল সোসাইটিকে তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহের কিছু বই ও সিডি উপহার দেন। আগামী ৪ থেকে ৬ অক্টোবর বাংলাদেশ অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল সোসাইটি কর্তৃক আয়োজিত বিশ্ব জ্যোতির্বিজ্ঞান সপ্তাহ এবং আগামী ৭ অক্টোবর ভাসানী নভোথিয়েটারে আবদুল জব্বার স্মৃতি কর্মশালার ঘোষণার মাধ্যমে শেষ হয় এই স্মারক অনুষ্ঠান।

রাগিব হাসান

শ্যাম্পু শব্দটি আজ ইংরেজি ভাষার একেবারে নিজের শব্দের মতো বনে গেছে। শ্যাম্পুর বিজ্ঞাপনে ভর্তি টিভি/পত্রিকা দেখে কিন্তু বোঝার অবকাশ নেই, এই শ্যাম্পুর সঙ্গে শেখ সাহেব আর বাংলার সম্পর্কটা কী? এ সম্পর্কের শুরু আজ থেকে আড়াই শ বছর আগের ভারতবর্ষে।

শেখ দীন মুহাম্মদের জন্ম ১৭৫৯ সালে, বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার নবাবি তখন মাত্র ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাতে ধরাশায়ী। দীন মুহাম্মদের নিবাস ছিল পাটনায়, যা এখন বিহারে। আত্মজীবনী অনুসারে তাঁর পূর্বপুরুষেরা মোগল সম্রাটদের প্রশাসনে কাজ করতেন, আর বাংলার নবাব পরিবারের সঙ্গেও তাঁদের ছিল লতায়-পাতায় আত্মীয়তা।

বড় হতে হতে দীন মুহাম্মদ শিখে ফেললেন মোগল আমলের সব রসায়ন বিদ্যা, সাবান, সুগন্ধি, তেল সবকিছু বানানোর কৌশল। সঙ্গে উপরি হিসেবে কিছু চিকিৎসাবিদ্যাও। নবাবি আমলও নেই, দরবারও নেই, তাই দীন মুহাম্মদ যোগ দিলেন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ফৌজে, শিক্ষানবিশ চিকিৎসক হিসেবে। খুব অল্প বয়সেই যোগ দিয়ে তিনি ইঙ্গ-আইরিশ অফিসার ক্যাপ্টেন গড ফ্রি ইভান বেকারের সঙ্গে কাজের সুযোগ পান। ১৭৮২ সালে ক্যাপ্টেন বেকার সেনাবাহিনী থেকে পদত্যাগ করে ফিরে যান ব্রিটেনে।

দীন মুহাম্মদের সফরনামা বইয়ে তাঁর ছবি

দীন মুহাম্মদের

দীন মুহাম্মদ ত
আসেন বিলে
তিনি ১৭৮৪ স
কর্কে। ইংরেজি
সেখানে পরিচ
ডেলির সঙ্গে।
করায় পালিয়ে
শহরে ১৭৮৬
খ্রিষ্ট ধর্মে দীক্ষ
নানা দেশে ভ্র
মুহাম্মদ ১৭৯৪
Dean Maho
সফরনামা না
নিয়ে ইউরোপে
নেই, তাই বই
দীন মুহাম্মদের
১৮১০ সালে
চলে আসার প
দীন মুহাম্মদ।
খাবার-দাবারে
হাউস নামের
দিনেই লোকস
লন্ডনে রেস্তোর
দীন মুহাম্মদের
১৮১৪ সালে